দৈনিক সংবাদ

238

তারিখ ... JUL 30 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পিএসসির বৈষম্যমূলক বিজ্ঞাপন

গত ২৫শে জুলাই ১৯৯৯ একটি জাতীয় দৈনিকে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় কর্তৃক ২১তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞাপনে (আ) অংশে প্রফেশনাল ক্যাডারসমূহ/ক্যাডারের প্রফেশনাল পদসমূহের ৪ নম্বরে আছে বিসিএস (অর্থনীতি) সহকারী প্রধানের ৩৪টি পদ। এ পদে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে দীর্ঘ তালিকায় ইতিহাস, প্রাণিবিদ্যা, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ব, পদার্থ বিদ্যা, ফলিত পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, ফলিত রসায়ন শাস্ত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান আরো অনেক বিষয়ে যারা স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছে। এ দীর্ঘ তালিকায় কয়েকটি বিষয়ের নাম কেন ফসকে গেল সেটি বোধগম্য নয়। যেমন, বাংলা, ইংরেজি ও দর্শন। দীর্ঘ তালিকায় এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলোর সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ এমনকি পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা নেই। বিজ্ঞাপনে যদি এমন কিছু শর্ত আরোপ করা হতো শিক্ষা জীবনের এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যারা অর্থনীতি বিষয় সহায়ক বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করেছে তারা আবেদনের যোগ্য তাহলে আমাদের কিছু বলার থাকতো না। ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষার্থীরা যদি আবেদনের যোগ্য হয় তাহলে দীর্ঘ তালিকায় বাংলা, ইংরেজি ও দর্শন শব্দ তিনটি বাদ পড়ার কি কারণ থাকতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। উপরিউক্ত বিজ্ঞাপনে বিভিন্ন কোটা বাদ দেয়ার পর অল্প পদ থাকে যেখানে কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তাই পিএসসির কাছে আমাদের অনুরোধ আমাদেরকে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিতে না দেখে, বিসিএস (অর্থনীতি) সহকারী প্রধান পদটিতে বাংলা, ইংরেজি এবং দর্শন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বেকারদের আবেদন করার সুযোগ দেয়ার জন্য বিজ্ঞাপন সংশোধনী প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক।

অরুণ মাহবুব
ইংরেজি বিভাগ
দেলোয়ার হোসেন
বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।